প্রীতিকদম্ব

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত

প্রণীত

(অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র এর ভূমিকা সম্বলিত)

আনন্দ আশ্রম

সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

প্রীতিকদম্ব
প্রথম প্রকাশ কাল
১০ মাঘ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
(মহর্ষি মনোমোহনের ১০৪ তম জন্ম দিবস)
দ্বিতীয় প্রকাশ কাল
১০ মাঘ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।
(মহর্ষি মনোমোহনের ১৩৭ তম জন্ম দিবস)

প্রকাশক
শ্রী সুধীর চন্দ্র দত্ত
আনন্দ আশ্রম
সাতমোড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

শব্দ অলংকরণ
জয় কম্পিউটার (ফনি ভূষণ দেবনাথ)
২৬২/ক, ফকিরাপুল (২য় তলা), ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ০২-৭১৯১৯১২, ০১১৯৯-০৯৪১৩১
E-mail : joy95fani@gmail.com

মুদ্রণ সংখ্যা : একহাজার পাঁচশত

মূল্য : পঞ্চান্ন টাকা মাত্র

PRITI KADAMBA
Published by Sree Sudir Chandra Dutta, Ananda Ashram, Satmora, Brahmanbaria. Price : Fifty five Taka only.

ISBN-978-984-33-00000
জয় কম্পিউটার ও প্রকাশনী বই নম্বর- ২২

ভূমিকা

‘প্রীতিকদম্ব’ বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাধক লোককবি মহর্ষি মনোমোহন দত্তের (১৮৭৮-১৯১০) প্রেমমূলক কাব্যগ্রন্থ। ‘প্রীতিকদম্ব’ কাব্যগ্রন্থের প্রেমকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক-উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে কবি অনুভব করেছেন। তাঁর সেই প্রেমের বিচিত্র অনুভূতির অভিসার লীলা তিনি সুনিপূণভাবে চিত্রিত করে তাঁর স্বভাবসুলভ কবি স্বভাবের ঘনিষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ‘গ্রন্থকারের নিবেদন’ অংশে কবি বাংলা কাব্যে প্রেমের পূর্ব ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণা করেছেন এবং তার সাথে আপন অনুভূতির সাযুজ্য আবিষ্কার করেছেন। এই অংশে তাঁর মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য পাঠের গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রমাণিত। কাব্যাংশে প্রেয়সীর সাথে প্রথম বিষ্ময়কর সাক্ষাৎকারের চমকিত অনুভূতি, পুনরায় বিরহের মর্মজ্বালা, অতঃপর মিলনের সুগভীর আনন্দ, সর্বশেষে হারানোর আক্ষেপ ইত্যাদি হৃদয়ের অনাড়ম্বর নিখাদ সহজভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রেমের এই লীলাকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ভাবে আস্বাদন করা যায়। সাধক সাধনার প্রথমকালে ক্ষণিকের জন্য দিব্যদর্শন লাভ করে থাকেন আবার তা হারিয়ে ফেলেন অর্থাৎ নিত্যযুক্ত হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আবার সেই ভগবতী দিব্যদর্শন লাভ করেন; পুনরায় তা অস্তহিত হয়। এক সময়ে সাধনার সিদ্ধাবস্থায় তা স্থায়ী হয়। সাধক নিত্যযুক্ত অবস্থা লাভ করেন।

সাধনায় লব্ধ এই দিব্য অনুভূতি স্বয়ংবেদ্য; অন্যের কাছে প্রকাশনীয় নয়। এ এক অব্যক্ত অনুভূতি। কিন্তু সাধক কবি মহর্ষি মনোমোহনের কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি অব্যক্ত সেই দিব্য ভাবানুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন। তাতে অনুরাগী জনের হিত হয়। বলা বাহুল্য, মনোমোহন শুধু একজন সাধকই নন; তিনি কবিও বটেন। অব্যক্তকে ব্যক্ত করার ক্ষমতা প্রতিভাশালী ব্যক্তিরই থাকে। মহর্ষি মনোমোহন দত্ত বিরল প্রতিভার অধিকারী ক্ষণজন্মা সৃষ্টিমুখর এক ব্যক্তিত্ব।

পরম বিস্ময়ের সাথে আমরা লক্ষ্য করি যে, মাত্র ৩১ বৎসর ৭ মাস আয়ুস্কাল প্রাপ্ত স্বল্পশিক্ষিত এই সাধক কবি মোট ২৪টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে এযাবৎ মহর্ষির সুযোগ্য সাধকপুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিরলস প্রচেষ্টায় ‘প্রীতিকদম্ব’ সহ মোট ১১টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এখনো অপ্রকাশিত অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ আশাকরি মহর্ষির কৃপায় অচিরে প্রকাশিত হবে।

মহর্ষি মনোমোহন দত্ত সর্বধর্মের সারসত্যে প্রগাঢ় বিশ্বাসী। সর্বধর্মের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা তথা সমুজ্জ্বল অসাম্প্রদায়িক বোধ মনোমোহন মানসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর জীবনী থেকে আমরা জেনেছি যে, তিনি প্রায়শঃ ভাববিভোর থাকতেন এবং প্রায়শঃ তা লিখতেন। ফলে তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি আমরা পেয়েছি। তাঁর রচিত অবশিষ্ট গ্রন্থগুলোও প্রকাশিত হলে মনোমোহন মানসের সামগ্রিক একটি সমুজ্জ্বল চিত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

ইতিমধ্যেই তাঁর বিখ্যাত ‘মলয়া’র গান জনসাধারণ্যে নন্দিত হয়েছে। বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশন থেকে এবং অসংখ্য মঞ্চ থেকে তাঁর গান প্রচারিত হচ্ছে। মলয়ার গানের প্রতি রসিক ভাবুক শ্রোতার আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হচ্ছে। রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এই ক্রমবর্ধমান জনমানস-আগ্রহ জরিপ করে আরো অধিক সংখ্যক মনোমোহন সংগীত প্রচারের ব্যবস্থা অতি সঙ্গতভাবেই করতে পারেন। তাতে শুধু মনোমোহনের প্রতি নয়, জনরুচির প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

বেশ কিছু বৎসর আগে থেকে মহর্ষির আদর্শ, সাহিত্য ও সংগীত প্রচারণী সাংস্কৃতিক সংস্থা ‘মলয়া বাণী বিতান’ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সফল কর্মসূচী পালন করে চলেছে। এ সংস্থার আরো শাখা বাংলাদেশের সকল জেলায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তাতে মনোমোহন জনকল্যাণে বিস্তারিত হবেন।

মহর্ষির প্রতি সম্প্রতি বিদগ্ধ সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁদের গবেষণামূলক প্রকাশনা দ্বারা, আশাকরি, আমরা লুপ্ত রত্নের সন্ধান পাব।

সত্য ও শান্তির দূত অন্যান্য সাধক পুরুষের মতো মনোমোহনও এসেছিলেন মানব সমাজে প্রেম দিতে ও প্রেম নিতে। আমাদের সন্ধানী দৃষ্টি যদি প্রখর থাকে, মনোমোহন পাঠ ও চর্চায় যদি ঐকান্তিক আগ্রহ থাকে এবং আমাদের মনোমোহন উপলব্ধিতে যদি থাকে বিবেকের সততা তা হলে মনোমোহনের ঋষিত্ব, সাধনাতত্ব, কবিত্ব ও সর্বোপরি মহৎ উদার মানবতাবোধ আমাদের একাগ্র ভক্তি ও নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা অনায়াসে আকর্ষণ করবে।

মনোমোহনের বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ "মলয়া"র ২য় খণ্ডে মোট ৪২৬টি (২৮৭ + ১৩৯) সংগীত মুদ্রিত। মহর্ষির সাধক পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীর চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেছেন, তাঁর মোট সংগীতের সংখ্যা ৮৫০। এত বিপুল সংখ্যক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংগীত রচনা এবং সংগীতসমূহের বিশেষ ভাবব্যঞ্জনা, কথা প্রয়োগের মাধুর্য এ উপমহাদেশের বিশিষ্ট সুরশিল্পী আপ্তাব উদ্দিনের সুরারোপে বাংলা সংগীত ধারায় মহৎ ঐতিহ্য রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

মনোমোহনের "লীলারহস্য বা আত্মজীবনী" গ্রন্থে তাঁর জীবনের দিব্য রহস্য কথা, লীলা প্রসঙ্গ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি ইত্যাদি আপন জীবনবোধে সমুজ্জ্বল। "পাথেয়" গ্রন্থে সাধকের সাধন পথের পাথেয় বা ভাব উপকরণ সম্পর্কিত আলোচনা আছে। "খনি" গ্রন্থে আছে আত্মসাধনায় উপলব্ধ সত্যতত্ত্বের মধুর প্রকাশ। "পথিক" গ্রন্থে অধ্যাত্ম জগতে বিচরণকারী সত্যসন্ধানী পথিকের উপলব্ধি আখ্যান আঙ্গিকে বর্ণিত। "যোগপ্রণালী" গ্রন্থে সাধন জীবনের অবস্থা ও প্রকার ভেদ আলোচিত। প্রেম ও পারিজাত-স্বর্গীয় হলেও জাগতিক পরিবেশেও যে এদের আস্বাদন হতে পারে মহর্ষির "প্রেম পারিজাত" গ্রন্থে তা ললিত কাব্যিক ভাষায় সুপরিব্যক্ত। "ময়না বা পাগলের প্রলাপ" গ্রন্থে মনোমোহন নিজেকে পাগল বলে অভিহিত করে তৃপ্ত হয়েছেন। এই পাগল-ভাবের পাগল, রসের পাগল, অমৃততত্ত্বের পাগল। "শ্রীশ্রীমনোমোহন কথামৃত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি তাঁর ব্রহ্মবিদ্যা সাধনা ও ঐহিক জীবন যাপনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বাণীর সংকলন।

মনোমোহনের সাধন জীবন, অধ্যাত্ম সাধনা ও রচনাকর্ম সম্পর্কে যেখানে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হতে পারে সেখানে এই স্বল্প পরিসরে তাঁর মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

মনোমোহনচিত্তের প্রেমানুভূতির সৌন্দর্য বিতরণ করার জন্যে 'প্রীতিকদম্ব' ফুটল। সুন্দরের স্পর্শে আমরাও যেন সুন্দর হই।

গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ভূমিকা ও মুদ্রণের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ব্যাপী আমার কাছে ছিল। গ্রন্থটি মুদ্রণ করার জন্য মলয়া বাণী বিতানের বিশিষ্ট সংগঠক, দয়াময়ের আশ্রিত, নিষ্ঠাবান কর্মী ৺পরিমল চন্দ্র ভৌমিক অসংখ্যবার আমাকে তাগিদ দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অতিদ্রুততার সাথে গ্রন্থটির মুদ্রণ সমাপ্ত হল। পাণ্ডুলিপি যখন প্রেসে দেওয়া হল তখন ৺পরিমল বাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হাসপাতালের শয্যা থেকেই তিনি এর মুদ্রণ বিষয়ক সংবাদ তীব্র ব্যাকুলতায় খোঁজ করতেন। মুদ্রণ শেষ করে সংবাদ তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম। প্রীতিকদম্বের মুদ্রণও শেষ, হাসপাতালে ৺পরিমল বাবুর জীবনও শেষ। "প্রীতিকদম্ব" প্রকাশনায় এই দুঃসহ শোকস্মৃতি জড়িত হয়ে রইল। তাঁর মৃত্যুতে আয়োজিত শোকসভায় মুদ্রিত প্রীতিকদম্ব থেকে আমি অংশ বিশেষ পাঠ করে সমবেত সবাইকে শুনিয়েছিলাম।

মহর্ষি মনোমোহনের "প্রীতিকদম্ব" পাঠক চিত্তে প্রীতিকদম্ব প্রস্ফুটিত করুক। মহর্ষির দিব্য ভাবানুভূতি ও মাধূর্যময় কবিত্ব সর্বত্র বিস্তারিত হোক।

শ্রীঅর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র
প্রধান অধ্যাপক ঃ বাংলা বিভাগ
পটিয়া সরকারী কলেজ,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
ও সাধারণ সম্পাদক
মলয়া বাণী বিতান
চট্টগ্রাম শাখা।

চট্টগ্রাম
৮ই মাঘ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ

॥গ্রন্থকারের নিবেদন ॥

হে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তোমার ইচ্ছার বাহিরে কিছুই নাই। জগত তোমার, তুমি জগতের। তোমারই নিয়মাধীনে অনন্ত জগত সৃজিত, রক্ষিত, সংহৃত হইতেছে। মানব তোমারই সূত্র বাঁধা পুতুলি। যখন যাহা আবশ্যক, করাইতেছ।

"কর্ম্ম সূত্র মানব পুতলী বাঁধা, তায় কত নাট্ট হয় অভিনীত, তুমি আছ নেপথ্যে, যে জানিতে না পায়, সেইভাবে পুতলী ক্রিয়ান্বিত।"

ভ্রাতৃগণ ! বসন্তকাল উপনীত, কোকিল কুহু কুহু শব্দে, ভ্রমর গুন্ গুন্ রবে, মলয় পবন ধীরে ধীরে পুষ্পের সৌরভ গ্রহণে জগতকে যেন হাসাইয়া তুলিয়াছে, প্রেমিক হৃদয় বড়ই উচ্ছ্বসিত ; এই কালে নাকি দেবগণ, অপ্সরা-অপ্সরী স্বর্গ নায়িকাগণ কেলি-ক্রীড়ার্থ কাননে কাননে ভ্রমণ করেন এবং নানাবিধ সুখ সম্ভোগে দিন যাপন করেন।

বাস্তবিক, মিথ্যা নয়। এই দেখ বৃক্ষলতা নব পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া কাননের কি সুন্দর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে ; কোন গাছে মঞ্জরী কোথাও মুকুল, কোথাও ফল এবং কোথাও ফুল দুরন্ত শিনিমুখ আবার সেই বালিকা কুসুমের ঢলঢলে বদন দর্শনে অস্থির হইয়া হুল বিদ্ধ করিতেছে এবং প্রেম ভরে গুণ গুণ গাহিতেছে, আবার ঐ দেখ ঈষৎ বাত্যাতাড়িত হইয়া ফুলসহ মঞ্জুরী সকল প্রাণনাথের আগমন প্রতীক্ষায় মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সোহাগ জানাইতেছে। ফলতঃ জগতে সকলই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী, কাননের এক ধারে ঐ একটি গোলাপ ফুটিল, অমনি ছিন্ন করিলাম ইহা কি উচিত ? কখনই না ; কিন্তু ভাই, তা কি মনে থাকে। সুন্দর দেখিলেই লভিবার আশা। দেখ দেখি ভাই ! যে সৌন্দর্য্য জগত রঞ্জক মনোমোহন সে ফুল আর কোথায় আছে ? তা কি ! পার্থিব কানন ব্যতীত আর কোথাও সম্ভবে না ! অবশ্য আছে সর্ব্বশক্তি সত্তার অসীম রচনা শক্তির মাধুরীতে জগতপূর্ণ; –একটি পরমাণুতে যদি সর্ব্বশক্তির সমাবেশ স্বীকার কর, তবে

আর কোথাও সেই চিত্ত বিনোদন বস্তু নাই, অস্বীকার করিবে কিরূপে ? আচ্ছা তবে আইস, বেড়াইয়া দেখি কোথাও সে কানন এবং কোথায় সে ফুল! কবিগণ বলেন, মানব হৃদয় অনন্ত ভাণ্ডার। জগতের সব রহিয়াছে। তবেই দেখা গেল জগতে যেখানে সেখানে কাননের অসম্ভব কখনই নহে, ইহাতে শত সহস্র কানন এবং কৌতুহল উদ্দীপক শত সহস্র রত্ন লুক্কায়িত; আরও মনোমুগ্ধকর জাতি, যুথী, মালতী, গোলাপ কত কিছু ফুল চির বিকশিত। ভাই ! এ কাননের ফুল ফুটিলে আর মলিন হয় না ; ইহার সৌরভে জগৎ পুলকিত হয় ; সে ফুল কি ? প্রেম, প্রেম, প্রেম, ভালবাসা। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অসীম গ্রহ নক্ষত্র তারকা মণ্ডলী আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে বিচরণ করিতেছে, তেমন জগতের স্ত্রী-পুরুষ এই ভালবাসা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করিতেছে।

আবার ফুলগুলি কাননে প্রস্ফুটিত হইলে যেমন একটি সাদা, একটি হরিদ্রা, একটি পটল রঙের এবং একটি বড় একটি ছোট দেখা যায়, তেমনি এ ভালবাসাও নানা রূপভাবে বিকশিত। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ এই কয়টি প্রণয়, প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য স্নেহ, ভক্তি, ধর্ম্মভাব।

প্রণয় কাননের মালিনী–, কাব্য-সুন্দরী, কবিগণ নিজ নিজ মধুমাখা লেখনী সঞ্চালনে এই সকল নানা জাতি ভালবাসা। ফুল চয়ন করিয়া জগতের নর-নারীকে সাজাইতেছেন। আমিও আজ সেই ব্রতে ব্রতী, একি কথা ! শুনিলে হাসি পায়, এ নাকি সিংহে আর শিবায়, চন্দ্রে আর খদ্যোতে। তাই বলি ভাই ঐ আকাশ কুসুম স্বর্ণলতা।

এ জগতে আশা কাহারই কম নহে, জগতেই আশা মুখে প্রধাবিত, কে না রত্নলোভে লালায়িত হয়, তবে সকলের ভাগ্যেই কি ঘটে ? তা নয়। ভাগ্যধরগণের ভাগ্য ব্যতীত এ রত্ন সম্ভবে না। তাই বলিয়াই বলিতেছি এসব কথা শুনিলে বা দেখিলে লোকে বাতুল বই আর কিছু বলিবে না।

একি ! কি লিখিতে কি লিখিলাম কোথায় "প্রীতি ভালবাসা" আর কোথায় পাগলের পাগলামী, তাহা ভাল লাগিবে কেন ? তবে ভাই এখন বক্তব্য বিষয় শুনিতে থাক।

দেখিও সাধারণতঃ সকলের মধ্যেই একটা না একটা কেমন টান আছে, তাহারই নাম- "ভালবাসা" বা "প্রণয়"-প্রণয় অধিকতর হইলেই "সৌহার্দ্য" বলে, এ সংসারে প্রাণ সততই সঙ্গী চাহে, একে অপরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কোন না কোন বিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশিতে শতত ব্যস্ত, তাতেই মানসিক কষ্টের অনেক লাঘব হইয়া শান্তি স্থাপিত হয়। এইত গেল "প্রণয়" এবং "সৌহার্দ্য"।

তারপর স্বামী স্ত্রীতে সৌহার্দ্য ঘনীভূত হইলেই "প্রীতি" কহে, প্রীতি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ। যুবক ও যুবতীর পরস্পরের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে অধীর হইল, প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিল, তাহাই "প্রীতি" প্রীতির পরিণাম ইন্দ্রিয় বৃত্তি। কবিগণ ইহাকেই আদিরস বলিয়াছেন।

যথা-

নৃপনন্দন পিন্ধন বাস হরে,
রমনী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥

প্রীতি স্বার্থময়ী, ইহার প্রতি পংক্তিতে স্বার্থ এবং যতদিন স্বার্থ ততদিনই ইহার স্থায়ীত্ব, তারপরেই লোপ, একেবারে লোপ।

আর যেই ভালবাসায় স্বার্থ একেবারেই নাই, যে ভালবাসা কেবল ভালবাসাই চায়, কোনও স্বার্থ অপেক্ষা করেনা, সেই অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয় ভালবাসার নাম "প্রেম"। প্রেম মানব হৃদয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিয়া দেয়।

যথা-

যেদিকে চাহই,
শ্যামরূপ নিরখই।

সে ভালবাসা এত গভীর যে নাম শুনিবা মাত্র সর্ব্ব শরীর যেন ভালবাসাময় হইয়া যায়। তোমার হৃদয়ে যত ভালবাসা আছে, সকল অঞ্জলি দিয়া ভালবাসিতেছ ; তবু তোমার সন্তোষ নাই। তাহার রূপ হৃদয়ের স্তরে স্তরে অঙ্কিত। সে চিত্র সম্মুখে থাকুক আর নাই থাকুক শয়নে স্বপনে হৃদয়ে তাহারই মূর্ত্তি তাহারই কান্তি বিদ্যমান।

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

প্রেম উচ্চ, প্রীতি নিম্নগামী; প্রেম নন্দন-কাননের গোলাপ আর প্রীতি পার্থিব কাননের কন্টকাকীর্ণ অরন্যের বন্য গোলাপ, দুইই-এক জাতীয় তবে এক নর-নারীকে স্বর্গের সোপানে উত্তোলন করে, অপর নিম্নগামী করে। তবে এই দুই প্রকার ভালবাসার মধ্যেই নিম্নোক্ত কয়েকটি বৃত্তির প্রবণতা জন্মে।

যথা- আবেগ, অভিমান, হতাশা, বিরহ। ভালবাসা সাগরে ঝটিকা উপনীত হইলে যদি জল তরঙ্গায়িত হয় তবেই আবেগ।

"দুই চোখে জল ঝরিয়া পড়িছে
ব্যাকুল ভাবে নয়ন চাহিছে
সে যে তোমায় কি দেখিনু
তোমার ছবি হৃদয়ে আঁকিনু"

ভালবাসা যেখানে, অভিমান সেখানে, অভিমান শূন্য ভালবাসা ভালবাসাই নহে,- অভিমানে মৃত্যু ইচ্ছা হয়।

"কাহেরি পরাণ হাসারি
এ দেহ রহল সরণ না ভেল"

রাধার মানের কথা কে না জানে, কৃষ্ণ মান ভাঞ্জনে হতাশ হইয়া রাধার কমল বিনিন্দিত চরণ যুগল মস্তকোপরি রাখিয়া বলিতেছেন-

"স্মর গরল খণ্ডনং
সম শিরশি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লবমুদারং"

ঐ রূপ কবিকুল তিলক বিদ্যার মান দেখিয়া বলিয়াছেন। যথা-

"কেন রইলে মৌনী হয়ে, গালি দাও কটু কয়ে
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয়"

অভিমান সকল রূপ ভালবাসাতেই আছে। স্বামী স্ত্রীর উপর, স্ত্রী স্বামীর উপর, ভক্তও ভক্তেশ্বরীর উপর অভিমান করেন্। ভক্ত চূড়ামনি রামপ্রসাদ মায়ের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছেন-

বল মা চরণ দিবি নাকি !
ডাকলে শ্যামা জেগে ঘুমাও
ঠিক যেন গো কচি খুকী ॥
দরশন পাইবার তরে
চিরকালটা মলেম ডেকে।
ওমা ! কোথায় ত দেখি না এমন
মায়ে দেয় সন্তানে ফাঁকি ॥

হতাশও এই রূপ, ভালবাসার সহ গামিনী এ সংসারে সকলেরই আশ মিটে না, কেউ বা ভালবাসিয়া সুখী, হতাশে বলিতে থাকে–

আবার গগণে কেন সুধাংসু উদয়রে
কান্দাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে।
গগণ মাঝারে শশী আসি দেখা দেয়রে ॥

প্রণয়ীর অনুপস্থিতিতে হৃদয়ে যে যাতনা– তাহারই নাম 'বিরহ' বিরহ প্রীতির সম। প্রেমে বিরহ নাই। যেহেতু প্রেমে সঙ্গী চাহে না। কাজেই প্রীতিমূলে বিরহ–

যথা–

সখিরে !
চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল,
চন্দন আগুন কণা ;
কর্পূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল
গীতনাট ঝন ঝনা ॥

যে প্রেম অবশেষে প্রকৃত বিবাহ মূলে বদ্ধ হয় তাহাই "দাম্পত্য প্রেম" সে প্রেম দুর্লভ তাহার সুখ কল্পনামূলে আনিলেও শরীর অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হয়।

স্ত্রী–

"তুমি সে পরম গুরু, তুমি সে দেবতা,
তুমি যাও যথা নাথ ! আমি যাব তথা"

আবার ও দিকে দেখ রাম সীতা হারাইয়া বলিতেছেন–

"সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামনি।
সীতা বিনা আমিও যে মণিহারা ফণী ॥"

ভারতে দাম্পত্য প্রণয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন শ্রীবৎস, চিন্তা সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি ইত্যাদি, আহা ! তাহাদের জীবন কি মধুরিমাময়– কিবা সুখকর। তারপর এ দাম্পত্য হইতেই স্নেহ ; ক্রমে ক্রমে পুত্র কন্যাদির জন্ম গ্রহণ হইতে থাকে, তখনই যেন আর এক নূতন সংসার। স্নেহের ন্যায় মধুরতাপূর্ণ ভালবাসা আর কই ? যশোদা বলিতেছেন–

যথা–

"ডাকুক বলাই, হউক না বেলা, ঘরে ওরে করলে না দিব না আর চড়াতে গোধন।"

আবার–

"কে হইলি গোকুলে
কে ডাকলি মা বলে
এলি কি গোপাল আমার
আয় করি কোলে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার যে ভালবাসা উপগামিনী তাহাই "ভক্তি" ইহা গভীর স্থির, প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায়। যেমন পিতামাতার প্রতি সন্তান, ভগবানের প্রতি ভক্ত; ইহাতে দুগ্ধ পোষ্য বালকের প্রাণ ও ব্যাকুল করে–।

যথা–

"মা কান্দেরে ভাই অ দাদা বলাই
যাওয়া ত হল না মোর
মায়ে হারাইব, কোথা ননী চাব
দাঁড়াইব কার কাছে"

আবার–

পিতৃ আজ্ঞা ভাই অবশ্য পালিব
অবশ্য যাইব বনে, গৃহে না রহিব ॥
সেই ভক্তির পূর্ণ বিকাশের নামই "ধর্ম্মভাব"।

যে ভালবাসায় চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, যে ভালবাসায় রাম প্রসাদ পথে পথে বেড়াইতেন, যে ভালবাসায় বদ্ধ হইয়া পিতৃদেব আত্মপর নির্ব্বিশেষে ক্রোড়ে করিতেন ভাই ! সেই ভালবাসাই ভক্তির পূর্ণ বিকাশ।

এই ভালবাসায় হৃদয় ভাসাইয়া, সংসার ভাসাইয়া পূর্ণ প্রেম উৎসে যাইয়া সম্মিলিত হয়। তখন আর পরিবার সীমাবদ্ধ বোধ হয় না ; মায়া ভ্রান্তি জালে মানবকে আটকাইতে পারে না। তখন সকলেতেই ভালবাসা অথবা কিছুতেই ভালবাসা থাকে না তখনই মানব পার্থিব সুখ দুঃখের স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ মনষ্কাম হয় এবং জীবন মুক্তি লাভে সক্ষম হয়, কিন্তু এ ভালবাসা অতি বিরল। যথা–

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে লিখিত আছে–

মনুষ্যানাং সহস্রেষু, কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।

এ ভারত প্রেমের লীলাস্থল, ভালবাসার বিকাশ এ দেশে অনেক হইয়াছে, কত রূপে কত জনে গাহিয়াছেন। কেহ–

"কি ভয় তার মরণ অধরে
শ্রীধরের গুণ যে ধরে হৃদি মাঝারে"

আবার–

"মা বিনে জগৎ নেহারি আঁধার"

আবার– চিদানন্দ সিন্ধু নীরে, প্রেমানন্দে রইল হরি।
তারা উঠিছে পড়িছে, করিছে রস নবীন নবীন রূপ ধরি ॥

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন–

"সখীলো ! পিরীতি
তিলে তিলে নূতন হোয়ে"।

আবার চণ্ডীদাস বলিয়াছেন–

"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

ভ্রাতঃ ! এ সংসারে যে প্রেম বুঝিয়াছে, যে প্রেমাস্বাদ পাইয়াছে, তাহারই জীবন ধন্য ; এবং সেই প্রকৃত সুখী। পারিজাত সৌরভই বল, সুধার আস্বাদনই বল। স্বর্গের সৌন্দর্য্যই বল, সকলই এ প্রেম তরুমূলে হার মানিয়া চলে।

প্রেমে–

"নিতাই কি ভেলকি জানে,
নিতাই কি যাদু জানে
ফল ধরাল শুকনো কাঠে–
ফুল ফুটাল পাষাণে" ইত্যাদি।

পঙ্গু ব্যক্তির সুমেরু শৈলে আরোহণ করা যদিও সাধ্যয়ত্ব হয় তবু প্রেমের চিত্র অঙ্কিত করা সাধ্যায়ত্ব নহে, উহা অসীম, অনন্ত, অব্যক্ত ও ব্যক্তভাবে বিরাজিত ; যে আস্বাদ পাইয়াছে সেই কিছু জানে এবং বুঝে, অন্য লোকে তাহার কি বুঝিবে ? দেখ ভাই হাফেজের উক্তি–

যথা–

"যে মক্ষিকা শর্করার রস স্বাদ পায়
উড়নে না যায় সে, যদি যায় পুনঃ আসে ॥"
"যাওরে আগুন শান্ত বল গে বারতা–
প্রাণ নাথ বিরাজে যথা।"

এই পর্য্যন্তই প্রাচীন কবিগণের পদানুসরণে বুঝিলাম বা দেখিলাম, তাহারই ছায়াটি তুলিলাম। ভাই ! ইহার মধ্যে ফুল আছে সত্য, কিন্তু সকলই কলিকা তাহারই মধ্যে মলিন, কোনটি কীটদংষ্ট্র, যেহেতু নির্ব্বোধ কারিগরের প্রতিমা। ভাই, ক্ষমা করিও–

প্রথম সর্গ

এ কিরে বিদ্যুৎ ধাঁধিয়ে নয়ন–
পশিল মরমে ; আপাদ মস্তক–
সঘনে কম্পিত, যথা দুর্দ্দমন
ব্যাধের তাড়িত হরিণ শাবক।
রুধিল নিশ্বাস, ধমনীর পথে
রুধিরের ধারা ; স্তম্ভিত হৃদয়
চাহি এক দৃষ্টে, নেত্র উন্মীলিতে
গাঢ় অন্ধকার হইল উদয়।
অমানিশা কালে নিবিড় জলদে
যথা সৌদামিনী পথিকের সাথে ॥

(২)

মহোল্লাসে নৃত্য করে অবিরাম
নাচিতে, নাচিতে, বজ্র ধরি করে
হানে পান্থ শিরে দানব সমান।
তেমনি এ জ্যোতি পশিয়ে অন্তরে
হাস্য মুখে নারী নাচিতে, নাচিতে,
হয়ে মাতোয়ারা বাতুলের প্রায়
নির্দ্দোষী বিদেশী পথিকের সাথে
হানিল বরজ, সে বিষম ঘায়
বাত্যাহত ছিন্ন তরুর সমান
পড়িনু ভূমিতে হারাইনু জ্ঞান ॥

(৩)

না জানি আমার কোন ভাগ্য বলে
ক্ষণ কাল পরে পাইয়া চেতনা
হেরি ; দশদিক নীহারিকাময়
গাঢ় কুজ্ঝাটিকা পাশরি আপনা
উঠিনু তরিতে হইনু বিস্ময়
একিরে স্বপন ! স্বপন ! স্বপন !
দানব স্মরণী দানব রমণী
কোথা হতে এল করি দরশন
"ধাঁধিয়ে নয়ন" হরিল পরানি–
দেখা দিয়ে পুনঃ লুকাল কোথায়
আসিবে কি ফিরে আসিবে ধরায় ॥

(৪)

ভাবিতে ভাবিতে হয়ে আত্মহারা
ক্ষণে বসুমতী গগণের প্রতি
প্রসারিত নেত্রে নিরখিয়ে ধারা
হেরি শূন্যময়, হয়ে ভ্রান্তমতি
সংকুচিত চিতে নিলেম আশ্রয়।
বলে "দয়াময়" ডাকি উচ্চৈস্বরে
স্মরিতে পুলকে পূরিল হৃদয়
হারান সম্পত্তি ফিরিল ভাণ্ডারে
সাধনার পথে কলুষ নাশিনী
করাইল দীক্ষা হইল এই বাণী ॥

দ্বিতীয় সর্গ

স্বপনে

(১)

নিশীথ রজনী ঘোর স্তব্ধ ভূবন
থেকে থেকে সৌদামিনী চমকে উজলি–
নিবিড় জলদ মালা আচ্ছন্ন গগণ
হেনকালে প্রভঞ্জন তরুদল দলি
ধাইল অম্বর পথে উন্নত মানসে
হুঙ্কারিয়ে স্ফীত বক্ষে, বুঝিবা মেদিনী
গেল রেউড়িয়ে, যথা দানব নিশ্বাসে
শূন্য মার্গে প্রধাবিত অমর সেনানী।
ভীষণ মরুত বেগে আমিও তখনি
চলিলাম স্বর্গপথে কোথায় না জানি ॥

(২)

ক্ষণ পরে উপনীত ভারত সাগরে
উত্তাল তরঙ্গময় নিল কান্তি বারি
ঘুরিতেছে মর্হূ মর্হূ মাতি ; সাহঙ্খারে
তদুপরি ভাসমান দেখিনু নেহারি।
আতঙ্কে শঙ্কিত হৃদি কাঁপিল তখন
হতাশা নিরাশা দোহে ধরিল আবরি
স্মরিনাম দয়াময় অনাথ শরণ
ঘনঘটা গরজন, অতি দ্রুত করি
হইল দূরিত, পড়িলাম তটে যেয়ে
সৈকত ভূমিতে গগনের পানে চেয়ে ॥

(৩)

ওকি ! ওকি ! পুনরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার
হাসিছে রমণী মূর্তি চেয়ে মোর পানে
চিনি চিনি করি, কিন্তু চিনা হল ভার
ভ্রুভমী দারুন শেল হানিছে পরাণে–
তখনি–
দ্বিদিব্য উজ্জ্বল নীল নয়ন বিকাশি
এলো মেলো চুলে দেবী আইল ধাইয়া–
দশন মুকুতা সম সুমধুর হাসি,
দ্বিবাহু মৃণাল যোগে বান্ধিল আসিয়া
দরশনে পরশনে হইনু অজ্ঞান
নাচিল ধমনী রক্ত তরঙ্গ সমান ॥

(৪)

আবার ! আবার এই ধাঁধিয়ে নয়ন্
পশিল মরমে ; একি ! একিরে বিদ্যুৎ
কাঁপিল হৃদয় মম সঙ্কুচিত মন
প্রত্যেক নিশ্বাস পাতে জ্বলিছে খদ্দ্যোৎ
বড় দয়াবতী সেই জ্যোতির্ময়ী বালা
চকিতে ; দেখিয়ে মম অস্থির হৃদয়
সঙ্কুচিত দেহ মন আড়ষ্ট শরীর
বলিতে লাগিল আহা ! কিবা মধুময়
পানে সে বচন সুধা হলেম সুস্থির
শুনিয়াছি ? শুনি নাই এমন বচন
প্রকাশি নয়নদ্বয় হেরিনু তখন ॥

(৫)

আহা ! কিবা শোভা ধরে দঁশনের পাতি
তাহাতে নয়নদ্বয় ভ্রূধনু সন্ধান
খগবর জিনি নাসা, অপূর্ব মূরতি
ভ্রমর গঞ্জিত কেশ পৃষ্ঠে লম্ববান
অঙ্গুলি চমপক কলি মুখে ফুটে শশী
অনুন্নত পয়োধরা দ্বাদশ বর্ষীয়া
চেয়ে মম মুখ পানে হেসে ছদ্ম হাসি
বসিল কিঞ্চিৎ দূরে ; চকিত হইয়া–
ক্ষণে পাশে ক্ষণে দূরে বদন আবরি
দোলে দোলে চলে কভু নয়ন বিস্ফারি ॥

(৬)

সাহসে বাঁধিয়ে বুক জিজ্ঞাসিনু তারে
অয়ি ! বালে কেন তব এ হেন আচার
কেন গো অচেনাজনে দুলিবার তরে
পাতিছ বিষম ফাঁদ ভীষণ আকার।
স্ফুরিত না হতে কথা বালিকা অমনি
জ্যোতির্ম্ময় দু'নয়নে চেয়ে মোর পানে
লাগিল বলিতে, সুস্বরে গম্ভীর বাণী–
বরষার কালে যথা জলদ গগণে
বাসা কণ্ঠ বিনিসৃত সে বচন সুধা–
পানে, হরিল তাপ, গেল ক্ষোভ ক্ষুধা ॥

(৭)

বহিল শান্তির ধারা হৃদয়ে আমার
ভাঙ্গিল স্বপন মোর চকিত হৃদয়
দূরে গেল জ্যোতি ভাতি শুধু অন্ধকার
ভাবিলাম বাসিলাম হইয়ে বিস্ময় ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১)

চিন কি হে সুধীবর। সে বালিকা কে ?
চিনিলে চিনিতে পার নহে দূরে সে,
সবে, যে বালিকা ফুল, সৌরভে করি আকুল
হৃদয় মন্দিরে তব আসন পেতেছে হে।

(২)

সুনীল নয়নে চপলা উজলরে,
লম্বিত কুন্তল ভ্রুধনু মণ্ডিতাহে,
নিয়ত নিবিষ্ট মনে, নিয়ত যাহার ধ্যানে
ভ্রাতঃ ! চিনে লও, চিনে লও বালিকাটিকে।

(৩)

চিনিলে কি ? চিন নাই বল ! বল হে !
চিনিতে পেরেছে বুঝি নিশব্দ তাহে।
বলবা না বল কথা, জুড়াতে হৃদয় ব্যথা
হতভাগা পরিচিত তোমার সম্মুখে হে।

তৃতীয় সর্গ

প্রথম অঙ্ক

(১)

এ কেমন রীতি যুবতী মুরতি
এ কেমন তব ধরম করম ;
কত মুনী ঋষি পৃথিবীর পতি
কটাক্ষ বাণেতে করিলে নিধন।
একিরে বিদ্যুত নয়নের কোণে
অনল ! অনল ! প্রলয় অনল
সব ; ছুটিয়ে তাড়িত্ বেগে ॥
কাল ফণা যেন উগারে গরল
লাগয়ে তেমন পরাণের বেগে ॥
একি ! একি ! তবে এ কেমন রীতি
দানব কি তুমি ? যুবতী মূরতি ॥

(২)

বিধাতা, কি তব !
গঠিয়ে নয়ন অতি মনোরম
ভিতরে অনল লুকায়ে রাখিল !
দিয়ে দিব্য দেহ ফণিণী যেমন !
মস্তকে অনল পুরাইয়ে দিল !
দিল কি বিধাতঃ কহিয়ে তোমারে
দোষী কি নির্দ্দোষী করিতে সংহার

কিবা যোগী ঋষি সংসারী সংসারে
ছি ছি গো ! যুবতি একি ব্যবহার !
সংসার বিরাগী পরবাসী জনে
ছলিতে কি হয় ! দহিতে পরানে ॥

(৩)

তুমি না অবলে ! নাকি গো যুবতী ?
মিছে কথা সেই, বলে ভ্রান্ত কবি
কটাক্ষে যাহার দহিতেছে ক্ষিতি
সে নাকি দুর্বলা ? মধ্যাহ্নের রবি
প্রচণ্ড কিরণ, যুবতী হৃদয়ে
করে বিচরণ; বুঝিয়াছি সার
অভাগা মানবে কাঞ্চন বলি যে
শুধু হুতাশন দিচ্ছে উপহার ?
দহিতে মানবে করিতে অসার
ভুলাতে মানবে কটাক্ষই সার ॥

(৪)

কটাক্ষে তোমার !
করে নাকো ভয় বিরাগী যে জনে
কি করিবে তাঁরে ? চকিত নয়নে
টলে কি হিমাদ্রি ; অয়িগো ! ললনে
মক্ষিকার তীব্র হুলের দংশনে।

যাও তুমি যাও বিলাসীর কাছে
মোর অবিবেকী পাষণ্ড সদনে
বাড়িবে সম্মান, কুহকিনী মিছে
কর আয়োজন, ছলিতে বারনে ;
হবেনা সকল, যদিও বা হয়
বিষামৃত দোহে হইয়ে মিলন
অমৃত লহরী হইবে উদয়।

(৫)

তাহলেই তব পুরিল না আশা
খুঁজিতে কাঞ্চন মিলিল রতন
মিটিলনা তব অভিলাষ–
যথা মহা পাপী গঙ্গাতে পতন
তবু যদি লোলে ! হও অগ্রসর
ইচ্ছা যদি তবে "দেবজ্যোতি" হয় ॥
দুবাহু পসারি তুলে নিব কোলে
দু'জনে মিলিয়ে হইব অমর
তাই যদি মান, এস এস বালে !
বিলম্বে কি কাজ চল দ্রুত গতি
বিশুদ্ধ প্রেমেতে মিলিত হইয়া
পিতার চরণে করি গো প্রণতি।

গীত

"আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি"
'দয়াময়' নাম গানে জগৎ মাতাই গো।
পুলকিত চিতে মাতি
প্রেমেতে টলাই ক্ষিতি
বিশুদ্ধ প্রেমের ভাব জগতে দেখাই গো।
তুমি আমি দোহে মিলি
প্রেমের আলোক জ্বালি
ভালবাসা, স্ফুর্ত্তি শান্তি জগতে বিলাই গো।
ধীরে ধীরে পায় পায়
সহচরী আয় আয়
দিয়ে প্রেম নীতি শিক্ষা জগত সাধাই গো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

যোগীবর! একি হেরি আজ ; বল দেখি
সংসার বিরাগীজনে সাজে কি এ সাজ ?
হয়ে তুমি পথের ভিখারী, চাও কি হে ?
লভিতে সুর সুন্দরী ; বৃথা আশা সেই,
ভ্রাতঃ ! কেন হে এমন রীতি ছি ছি লাজে,
লাজে মরে যাই ; জগতে ঘোষিবে তব (এ) ঘোর
অখ্যাতি ; নারিবে লুকাতে, এ "হতভাগা"
যতদিন বাঁচে অবনীতে, তাই বলি

কাজ নাই ছদ্মবেশে ; আর, প্রকাশ হে
নিজ জ্যোতি ; দেখাও জগতে শুধু তুমি
ললনার আশে ত্যজি গৃহবাস, মায়া
সংসারে আসিয়াছ দেখাতে ভকতি
কুটিল স্বভাব তব, তাই যদি নহে ;
ত্যজ ! ত্যজ ; নাহি কাজ আর বালিকার
নেত্র সুধা পানে, এসেছ হইয়ে যোগী
কর যোগ আচরণ-তপস্বীর বেশে ;
ছাড় অভিলাষ সংসার বাসনা, জটা–
বল্কল ধারী হয়ে নিরবধি–
কি কাজ এ বেশে তব ; পাইলে অমূল্য ধনে
সার্থক হইবে জীবন ; মিলিবে কতই–
অমর নাগরী (শুদ্ধাচারী) ত্যজি ক্ষীর ননী সর
কেন হে বাসনা তব যাইতে কান্তারে ॥

গীত

হায় সে বালিকার– ।
চাহনি মোহিনী মাখা কি ছলনা জানে গো ।
যেতে নাহি চায় মন টেনে টেনে রাখে গো ॥
আমি যদি করি মনে
স্মরিতে হৃদয় ধনে
অভাগা বালিকা সেই ঘুরাইয়ে লয় গো ॥
হেন রীতি কদাচার
দেখিনে দেখিনে আর
অপলক চাহনিতে অবশ পরাণ গো ॥
জানে কিবা মায়া জাল
বিঁধায়ে কটাক্ষ শাল
নির্দ্দোষী যোগীর প্রাণ কেড়ে কেড়ে লয় গো ।
ছি ছি বালা, কাজ নাই
মরমে মরিয়ে যাই
ঘটিল বিষম দায়, মুক্ত হইতে চাই গো–
বলিছে অভাগা মনা
তানানা, নানা, নানা,
পড়েছ বিষম ফেরে হৃদিকাটা কলে গো ॥

চতুর্থ সর্গ

প্রথম অঙ্ক

(১)

বুঝিলাম, বুঝিলে কি প্রিয় যোগীবর
জগতের লীলা খেলা প্রেম ভক্তি জ্ঞান।
সাধনের পথ তাহে ; মন মধুকর
ভ্রমিছে নিয়ত যাহে করিতে কল্যাণ।
কেবা কারে ভালবাসে এত দয়া কার
কে কারে বাসিতে ভালো বুঝাতে শকতি
জগতে সাধনা পথ করিছে বিস্তার
বুঝিলে কি প্রিয়তম, জগতের গতি ॥
বালিকা যাহার সৃষ্টি সেই উপাদান
আমিও তাহার হই, সেই সে সমান।

(২)

তবে কেন সুধীবর, অস্থির মানস
সঘনে কম্পিত কেন করি দরশন
জীবনের সঙ্গী কর ধৈরয সাহস
অবশ্য মিলিবে তায় অমূল্য রতন ॥
সংসার বিরাগী জনে কি কাজ বিলাসে
“সুন্দর” দেখিয়ে কেন উন্মত্ত হৃদয়।
যে শিল্পী রচিল অই বদন সরসে
তারি ধন্যবাদ করা উচিত সে হয়।
দেখিয়ে তাহার মুখ স্মরিলে তাহার
বিশুদ্ধ প্রেমের জ্যোতি দেখিবে তথায়।

গীত

ও সে আমায় কেন কান্দায় দিবারাত
(সে তার) প্রাণের পানে চাইলে,
বুকে সহায় শেলাঘাত ॥
প্রাণে তায় প্রেমের নিশানা–
দেখ্‌তে পেয়ে চাই পেতে
তায় মানিনা মানা ;
পাই কি না পাই সাধকের তাই
কচ্ছি দেহপাত ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

(১)

কবি, কাব্য, ছাই, ভস্ম কি লিখিব আর
প্রেমেতে জগত বাঁধা নর-নারীগণ
কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা করিছে বিহার
পুরানে প্রমাণ তার আছে আগমণ।
কাম, রতি ফুলবান কোকিল ভ্রমর
ঋতুরাজ সাধকের প্রিয় সহচর ॥

(২)

প্রকৃতি পুরুষে বাঁধা অনন্ত জগৎ
সাধকের উচ্চ আশা সাধনার শেষ
কিম্বা দেব ঋষি মানবের উদ্দেশ্য মহৎ
এ দুয়ে হইবে লয়, জানিস বিশেষ।
একেতে উৎপত্তি স্থিতি দ্বিধারা তাহার
দুয়েতে মিলিয়া এক ; এই সারোদ্ধার।

(৩)

কারণ পাথারে কাল তরঙ্গ তুরিত ধায়
বিশ্ব আপনা হারা বক্ষে ভাসিয়া যায়
ভেরী রবে মহাকাল জাগাইয়ে দিক্ পাল
উলটি-পালটি সদা বহায় প্রলয় বায় ॥

তৃতীয় অঙ্ক

সে চায়না তোমায়
হায় ! ফিরেও না চায়
তবু কেন উড়ে, উড়ে তারি পানে ধাও।
কেন ছুয়ে ছুয়ে যাও
কেন গুণ গুণ গাও ॥
সুরে ফিরে কেন তুমি সোহাগ জানাও
ছি ! ছি ! কেনরে কান্দাও
কেন ইতি উতি চাও
কেন বলে খুলে কাঁচা ফুলে পড়িবারে যাও !
কেন রে হতাশে ভোর
সেধে কেন হও চোর
নিলাজ বঁধুয়া কেন ; প্রেম গীতি গাও।
ছি ! ছি ! তব লাজ নাই
মরমে মরিয়া যাই
কেন আঁটা ঘরে কেটে সিঁদ যাতনা বাড়াও।
ওরে সিঁদ কাটা চোর
পূরিবেনা আশা তোর
কেন তুমি ফিরে ফিরে ভাবনা জানাও।

সে চায়না তোমায়
তুমি কেন চাও তায়
মরি! মরি! কিবা লাজ আই, আই, আই ॥
প্রভ্যুত্তর–
প্রিয়তমঃ–! সহোদর কি বলিব তোরে,
এলো থেলো কাল চুলে করেছে উদাস
পড়েছি ! পড়েছি ! ভাই ভাবনার ডোরে,
চোখের চাহনি বাঁকা মিষ্টি বার মাস
আমায় করেছে উদাস।
গলার গঠন সুগোল
দুটি গাল গোলাপ ফুল
ভাল ছোটখাট, ঠোট দু'খানি মিষ্টি রসাভাস
তাহে মুখখানি পূর্ণিমার শশী ঝক ঝকে আকাশ
আমায় করেছ উদাস।
নাভি ত্রিবলী সুন্দর
দন্ত মুকুতা সোশর
ভাল মুটে ধরা–কোমর খানি মানুষমারা ফাঁস্
গুরু উরু নিতম্ব ঢল্ ঢল্ করা লবনী হাতের মাস ॥
তাহে নয়ন দুটি–
হায়! দুটি ফুটু ফুটু ফুল–
দুটি মল্লিকা মুকুল–
দুটি তারকা সাজের–
দুটি কল্পনা রূপের
দুটি সোহাগের মণি–
দুটি মণিওলা ফনী

দুটি মধুরে মধুর
দুটি এ ওর মুকুর
দুটি জ্যান্ত দেব দেবী
দুটি রূপ মাখা ছবি
দুটি চোখে চোখে রয়
দুটি জ্ঞান হারা হয় ॥–
দুটি রূপের ঘরে ভাবের ছবি
কল্পনা রতন।
দুটি আন মনে আলাপ করে
হৃদয় বন্ধন।
দুটি নীল আকাশে রবি শশী
স্ফটিক বরণ।
দুটি হৃদয়ের মাঝে বসি
করয়ে চুম্বন ॥
বাঁকা চোখে চেয়ে বাঁকা–
চোখটি লোকায়ে রাখা–
লাজে ঢুলে যেতে চাওয়া–
ফিরে ফিরে কথা কওয়া–
ঘোমটা টানা টেরী মাথে–
শিহরণ যাতে তাতে
নত শিরা হোয়ে চায়
মৃদু ভাষে কথা কয়–
একটি যুবতী গুণ প্রেমের বাঁধনী–
বেঁধেছে হৃদয় মোর করিয়ে আঁটনী।

যেতে নাহি পারি আর
চেতে গেলে ফের কার
পথ পানে চেয়ে থাকি
মরমে লুকায়ে রাখি
চাহিবার হলে সাধ–
ঘটে যায় পরমাদ
একি ছায়া বাজী ভাই! মায়া বাজী সম
পশিয়ে হৃদয় মাঝে খেলিছে বিষম
ভাই! অপলক চাহনির পাকে ;
বিমোহিত করেছে আমাকে।
সদা বুকে বুকে রাখে
সদা চোখে চোখে থাকে
সদা টেনে টেনে লয়
কত কিবা কথা কয়
মরমে মরিয়া যাই, করি কোলাহল
এ কিরে হৃদয় মাঝে বুঝি হলাহল
জ্বলিছে অনল ॥
"আর না হেরিব সে চাঁদে বদন
দেখিব না আর রূপের মাধুরী
শুনিবনা আর মধুর বচন
চাহিবনা আর ঘুরি ঘুরি ঘুরি ॥
তপস্বী সন্তান মোরা, তপস্বীর বেশে
থাকিব কোলেতে সরি, দেখিব না আর ;
দেখি যদি ;– তাহলে ও ;– ঈশ প্রেম লেশে
কুৎসিৎ নয়নে আর হের্‌ব না তাহার
স্খলিত কুন্তল তাহে নেত্র পূর্ণ শশী ॥

আজি হতে এ প্রতিজ্ঞা করিনু নিশ্চয়
লৌকিক প্রেমের ভাব করিয়ে বর্জ্জন
স্মরিয়ে জগত গুরু পিতঃ "দয়াময়"
করিব বিশুদ্ধ প্রেম জ্যোতি উদ্‌যাপন
হবে না– হবে না– কভু স্থলিত চরণ–
জয় জয় দয়াময় অনাথ শরণ ॥
ভাই!
লিখিল নবীন কবি নবীন ভাবুক,
নবীন হৃদয় তার নবীন উৎসুক।
আঁকিল হৃদয় পটে কল্পনার ছবি
উদিল প্রেমের নভেঃ জ্যান্ত শশী রবি।
প্রাণাধিক প্রিয়তমঃ ! অফুটন্ত কবি
তোমাদের হাতে তুলে দিল প্রেম ছবি।

গীত

জগত গুরু প্রেমাধার
প্রণমি চরণে
কৃতাঞ্জলি পুটে নাম
প্রেমের শরণে
রাখিও প্রেমের দ্বারে
জ্ঞান অসি ধরে
ভুলিওনা প্রাণনাম !
অধম পানরে !

পঞ্চম সর্গ

ফাল্গুনী অমানিশি ঘোর অন্ধকার
কল্পনা সজনী সহ বসি কুতূহলে
করিতেছি লীলা খেলা আনন্দ অপার
হেনকালে হেরি শশী আকাশ মণ্ডলে
বিষ্মিত হইল মন, স্তম্ভিত হৃদয়,
জিজ্ঞাসিনু নিশানাথে একি হেরি দেব!
অসময়ে তুমি কেন হইলে উদয়,
সঘনে কম্পিত কেন একি দশা তব
দেবকন্যা সন্নিধানে পেয়ে অপমান
"নিদানে" পড়িয়ে কি হে অকালে প্রয়ান ॥

(২)

কিছু দিন পূর্বে হায়! ছিলে দেবপুরে,
আজি কেন দেখি শশী লুকিত বিবরে।
বদন মলিন কেন আড়ষ্ট শরীর
কোথা গেল জ্যোতি তব দেহের গরিমা ?
প্রত্যুত্তর নাহি কেন, কেন হে বধির
কোথায় সাধন সিদ্ধি অণিমা লঘিমা
"নিদানে ঠেকিয়া বুঝি নাই কিছু মনে ?
দেব হয়ে এ প্রকৃতি হেন ব্যবহার
"বিপদ নিদান" দেখে কাঁপিছ সঘনে
মানব আঁকিবে স্থির কি সাধ্য তাহার ॥

(৩)

আর এক কথা বলি, বুঝিলাম সার
খলের প্রকৃতি কভু ছাড়িতে না পারে।
কিছু দিন হল শশী মুনি বলি তার
করিলে যে অপমান পড়িলে ফাঁফরে।
আজিও ত পদচিহ্ন রয়েছে তাহার
জগতে রয়েছে খ্যাত যত আচরণ।
ধন্য মুনিবর সেই জীবন তোমার
নাশে নাই শাপানলে মুদিয়ে নয়ন।
করত স্মরণ ভ্রাতঃ ! করত স্মরণ
জেনে শুনে পূণঃ কেন হেন আচরণ ॥

(৪)

ছি ! ছি ! লাজের কথা সরম সরম
রটিল কলঙ্ক তবু ঘুচিলনা দোষ
ছি ! ছি ! শশী একি তব ধরম করম
হেন অপবাদে কার নাহি হয় রোষ।
জাননাকি সহোদর অমূল্য সম্মান
মানের নিকট মানী না গণে পরাণ
প্রিয়তম ! নিদানে ঠেকেছ যবে দেখিয়ে নিদান
ডুবিয়াছ শশী যবে গহ্বরে,
রাখিতে বিপদে তোমায় রাখিতে সম্মান
উদয় দেখিতে পুনঃ সুনীল অম্বরে
প্রাণপনে যত্ন করে দেখিব নিশ্চয়
বিপদে নিদান শক্তি করিবারে ক্ষয়।

(৫)

দেখিতে তারকা মাঝে পুনঃ নিশামণি–
ঘুচাইতে চকোরের হৃদয় বেদনা–
হতভাগা দিনমণি ধরেছে লেখনী
রবি শশী দুই ভাই নাহি কি হে জানা।
শশীকে গ্রাসিল বাহু দেখে ভাই রবি
ডুবাইয়ে দেহ মন কল্পনা সাগরে
আঁকে নিরমল চিত্র প্রেমের ছবি
সাতার আজন্ম কাল এ প্রেমের নীরে,
ফুটুক প্রেমের ফুল হৃদয় প্রান্তরে

কেন বিমর্ষ হৃদয়
সতর্কতা

যারে তারে ও কেউ ভালবাসা দিস্‌নে
যদিও সর্ব্বস্ব দিস্ (কিন্তু) ভালবাসা দিস্‌নে
ভালবাসা অমূল্য ধন
এর যোগ্য বিশ্বাসীজন
অবিশ্বাসীর করে দিয়ে এর অপমান্ করিস্‌নে।
যে কেউ ভালবাসে তোরে
পরখ কর নিক্তি ধরে
তবে ভালবাসিস্ তারে তা নৈলে বাসিসনে
অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিলে
আমার মত পলে পলে
ভাস্‌তে হবে নয়ন জলে রূপ দেখে মজিস্‌নে ॥
(না হইলে তবে আর কেন)

যদি লো ঝরিল ফুল, কেন থাকে দুঃখমূল
খালি বোঁটা চক্ষুশূল কি বিষম দায় লো– ।
থাক্ তার ভালবাসা ক্ষতি নাই তায় লো ॥
একমুখে কব কথা এ পোড়া হৃদয় লো ॥
বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত
কুক্ষণে হইলে নত
কুটিল প্রণয় তার কাজ কুটময় লো–
দেখিলাম বার মাসে
সে সময় নাহি আসে
কুক্ষণে দিয়েছি তারে এ পোড়া হৃদয় লো ।

হতাশের আক্ষেপ

বসে আছি কার আশে, কে আমায় ভালবাসে
কে বাঁধিল বিনা পাশে তাহারেত চিনি না ।
দেখিয়াছি কতবার, দেখিয়ে বদন তার
ভুলে যায় ভোলা মন পরিচয় চায়না ॥

(২)

যখন সম্মুখে আসে, মুখে আধ আধ হাসে
সে মৃদু মধুর হাসে কত আশা বরষে ।
হাতেতে স্বরগ পাই, বুঝি আর বাকী নাই
আনন্দে গলিয়া যাই চাঁদে বাহু পরশে ॥

(৩)

আঁখির আড়াল হলে, সে রহে সকল ভুলে
অকুল আশার জলে আমি যে ভাসিয়ে যাই
প্রথমে না ছিল জ্ঞাত, প্রণয়ে কণ্টক এত ;
বিচ্ছেদে কাঁদায় এত, প্রথমে তা বুঝি নাই ।
এখন বুঝেছি সার, হৃদয় পাষাণ তার
হাসিতে অসির ধার বিষভার দুনয়ন,
চল মন যাই চলি, প্রেমে দিয়ে জলাঞ্জলি
শিখাই গে যারে তারে, "প্রেম কণ্টকের বন ॥"

বিজন লহরী

আবার জলদে কেন বিজলী খেলায় রে
রূপের তরঙ্গ তুলি, কিরণ মুকুর খুলি
উজলী নীরদ ছটা আবার লুকায় রে ।
আঁধার হৃদয় মম, শত কোহিনূর সম
কেন সেই আশা আলো চারু প্রতিভায়রে ।
উচ্ছ্বসিয়া প্রেম রাশি, আবার খেলিল আসি
আবার জলদে কেন বিজলি খেলায় রে ॥

(২)

সখীরে!
কোথা আমি ? কোথা তুমি ? কোথায় আমার ভূমি ?
কোথায় সুবর্ণ ক্ষেত্র, কোথায় কাঞ্চন লতা
কেবল সুবর্ণ খেলা, খেলিতেছি দুইবেলা–
জাগ্রত ভেদিছে হৃদি কেবল দারুণ ব্যথা ।
মধ্যে ঘোর মরুভূমি, দুই কুলে তুমি আমি
কোথা আশা! কোথা প্রেম! কে শুনে কাহার কথা

(৩)

তাই বলি কেন প্রিয়ে !   আশার আলোক নিয়ে
আঁধার হৃদয় পুনঃ কিরণে মাতিল রে,
আবার জলদে কেন বিজলি খেলিল রে।

(৪)

সখীরে !
ধীরে ধীরে কত বর্ষ কাল স্রোতে ডুবিল–
আমার হৃদয় আশা তবু নাহি পূরিল–
ফুটিল কতই ফুল,   শুকাল মঞ্জুরীকূল
নবীন মুকুরে তরু নব সাজে শোভিল।
নবীন কুসুম মালা,   জড়ায়ে কাননবালা–
প্রেম আলিঙ্গনে চারু, তরুঅঙ্গ বেড়িল।
কতই শরৎ শশী,   নিতম্ব অম্বরে বসি
চারু জ্যোৎস্নার রেখা ধরা অঙ্গে–
আমার হৃদয় আশা তবু নাহি পূরিল ॥

(৫)

জীবন সুধাংশু সম, অমরতা সুধা সম
জীবন আকাশে হায় কভু নাহি ফুটিল–
সখীরে ! কভু নাহি হাসিল।

(৬)

সখীরে !
পুনঃ বস সিংহাসনে,   শতরত্ন আভরণে
সাজিয়ে বৎসর নব আবার আসিবে রে।
পুনঃ দিয়ে জয়ধ্বনি   প্রকৃতি জগত রাণী–
নব দণ্ড ধরে নব আশায়
বিবিধ কুসুম মালা,   পরাই বেদিক্ বালা–
রবি শশী নব আলো আবার ছড়াবে রে।

নক্ষত্র রজত পটে,   স্থাপিয়ে বিচিত্র পটে
রজনী মঙ্গলোল্লাসে আবার হাসিবে রে।
প্রিয়ারে এম্‌নি করে,   প্রেম সিংহাসনোপরে
অভাগা জীবন ফিরে আবার বাজিবে রে
এমনি কি তুমি প্রিয়ে !   অনুরাগ ছড়াইয়ে
হাসায়ে জীবন আলো আবার খেলিবেরে ?
প্রিয়তমে ! হৃদয় জুড়াবে রে ?

(৭)

সখীরে !
অইত সরসী জলে   নব অনুরাগে ঢলে
হাসিতেছে ভানু প্রিয়া ফুল্লমুখী নলিনী
চারু অঙ্গ হেলাইয়ে   রূপের বাহার দিয়ে
গৌরবে বিবশা বাসা সৌর মন মোহিনী।
প্রিয়ারে ! জীবন জলে,   এমনই কুতুহলে
ফুটে ছিল প্রণয়ের সুখময়ী নলিনী–।
এখনই প্রাণ হারা,   হাস্য সুধা মনোহরা
সৌরভে ভূবন ভরা   সদা মন মোহিনী–।
দেখিতে দেখিতে হায়,   শুকাল কোমলকায়
শুকাইল ধীরে ধীরে প্রেমের কুসুমখানি।
নাহি সে সৌরভ আর,   ছিন্ন লাবন্যের হার
নিরাশ কিরণ তাপে   মেঘময়ী নলিনী।
সখিরে ! প্রেম ফুল দুঃখিনী।

(৮)

সখীরে !
জীবনের কত সাধে, আশা তরু পদে পদে
রোপেছিনু হৃদয়ে !
প্রিয়তমে ! স্মরণে, গিয়েছেরে জ্বলিয়ে।
কিছু নাহি আছে তার, মুকুল পল্লব হার
সকলই রয়েছে অই মৃত্তিকাতে মিশিয়ে
অপ্রীতি কুসুম সুধা বিলায়ে হৃদয় ক্ষুধা
বাড়াইতেছে বিতরিয়ে গন্ধরস পবনে।
প্রিয়ার কিছুই নাই, সকলি হয়েছে ছাই–
কেবল অঙ্গার রাশি রহিয়াছে মরমে
সখিরে ! নিরাশার জ্বলনে।

(৯)

সখীরে !
অই যে রসাল ঘরে মধুর কাকলি স্বরে
একমনে পিকবালা অমিয় সঞ্চারে রে
অই স্বরে সেই স্বর পুনঃ মনে পড়ে রে।
দ্বিতলের সন্নিধানে, মধুর মধুর স্বনে
কত কিছু কথা কয়ে যখন ভ্রমিত রে।
নব ভানু প্রাচীর ভাগে, বদন লোহিত রাগে
ভাসিত কিরণ পদ্ম ফুটিয়া উঠিত রে।
হেরিয়ে বদন তব, হৃদয়ের যন্ত্র সব
উল্লাসে তাড়িত বেগে নাচিয়া ধাইতরে।
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে, কত সুখ আহা মনে
পেতেম বসায়ে সুখী ! মন তরু মূলেরে।

সখিরে ! গিয়েছে সে সব, এবার হয়েছি শব ;
দহিছে মরম গেহ জ্বলিছে হৃদয়েরে।
প্রেয়সী ! আমার সে, নিরাশার তাপেরে।

(১০)

মনে বড় সাধ নিয়ে ! একবার দেখি গিয়ে
প্রকৃতির কোন ধূমে মত্ত তুমি প্রেয়সী
ভাদ্রের জাহ্নবীকায়, উছলিয়ে পড়ে যায়,
যৌবন সুধাংশু সুধা পূর্ণ কলা ষোড়শী–
এ জীবন ও যৌবন, এ হৃদয় প্রেমধন,
কার তরে প্রিয়তমে ! সযতনে রাখিয়াছ–
কি চিন্তায়, কি আশায়, আঁধার সংসারে হায়!
প্রেমময়ী ! প্রাণময়ী ! এ জীবন যাপিছ।

(১১)

মনে বড় সাধ প্রিয়ে, একবার দেখি গিয়ে
চিত চোরা আঁখি দুটি কার তরে নড়ে লো।
ঐ চোরা প্রিয় আঁখি, মুগ্ধ মনে থাকি থাকি
কাহার মদন কান্তি অন্তরে নেহারে লো।

(১২)

সখিরে !
ভ্রান্ত মতি লীলা খেলা, অনিত্য প্রেমের মালা
বলয়, বালা সিতি পাটী কান বালা
বিলাস রতন মনি– সকল ত্যজিয়েরে

কামনা-বাসনা যত,   ত্যজিয়ে জন্মের মত
বিচিত্র বাহার বাস সব বিবর্জ্জিয়েরে।
সংসার পরশমণি,   রূপের চন্দ্রমা খানি
চির কমনীয় ভূষা সকল ছাড়িয়েরে।
যৌবনে যোগী বেশে,   সংসার শ্মশান পাশে
কোন রূপে ? কোন তপে জান কি প্রেয়সীরে।

(১৩)

কত দিন দেখি নাই,   কত দিন শুনি নাই–
অই রূপ অই ধ্বনি সদা চিত চায়রে
প্রিয়তমে ! হৃদয় ধেয়ায় রে ॥

(১৪)

অথবা কি প্রিয়তমে !   অভাগারে ভুলিলে ?
এত আশা ভালবাসা- সকলি কি ত্যজিলে ?
জীবন যৌবন ধন   প্রাণ প্রেম সমর্পণ
করিয়াছে যেইজন তাহাকে কি ছলিলে
আশাময়ী আশা ওকি   জন্ম শোধ ঘুচালে ॥

(১৫)

তবে কোন সাধে প্রিয়ে !   এ জীবন রাখিব ?
প্রেম ফুল, প্রাণ ফুল   কেন নাহি ছিড়িব ?
বল একবার তাই,   প্রেয়সী শুনিয়ে যাই–
কে তুমি ? কে আমি ?   প্রিয়ে প্রেম শোধ শুধিব
জীবনের এই ঢেউ এইখানে মিলাব ॥

(১৬)

সত্যই জেনেছি প্রিয়ে !   এ জীবনে সুখ নাই,
আমার আশায় বুকে পড়েছে পড়ুক ছাই,
যদি জন্মান্তর থাকে,   প্রেমে অমরত্ব থাকে ;
তবে যেন সেই লোকে প্রিয়তমে তোরে পাই।
সখিরে ! এই এক ভিক্ষা চাই।

তুমি যে আমার

তুমি যে আমার
তুমি যে আমার আহা ! তুমি যে আমার।
আমার সুবর্ণ সিন্ধু
হৃদয় গগণে ইন্দু
কামনা কুসুম লতা প্রেমের আধার।
জীবনের আলোমণি–
সংসার রতন খনি
প্রাণের জীবন্ত দীপ্তি, লাবণ্যের হার
তুমি যে আমার।

(২)

তুমি যে আমার
ছাড়িয়ে এসেছি তোমা দূর দেশান্তরে,
হৃদি বলি দান দিয়া
প্রাণ রত্ন বিসর্জ্জিয়া–
জীবনের সুখ মূর্ত্তি   ডুবায়ে সাগরে।
(তবু) চিত্ত স্রোত পারাবার
উচ্ছ্বসিছে অনিবার
ভাসিছেও রূপ শশী মানস অম্বরে
প্রেয়সীরে ! হৃদয় মুকুরে ॥

(৩)

তুমি যে আমার
প্রেম পরিবার লীলা তরঙ্গ উচ্ছ্বাস
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু
উচ্ছ্বসিছে শত ইন্দু
প্রেম স্রোতে পূর্ণ শশী রূপের বিকাশ।
জীবন হতেছে লয়
সেই প্রেমে স্রোতময়
নীরবে হৃদয় যন্ত্রে বাজিছে ঝঙ্কার।
তুমি যে আমার ॥

(৪)

তুমি যে আমার
দুর্নিবার চিত্তলীলা অলজ্ঘ্য দুর্জ্জয়,
নীরবে নীরধি প্রায়
নিয়ত বহিয়া যায়
পাপ সংসারের ভারে গুপ্ত স্রোতময়
অনন্ত চিন্তার ঘুমে
আশার স্বপন ধূমে
প্রমত্তক্ষণে কে চিত্ত খেলে দুরাশায়
তুমি যে আমার ॥

(৫)

তুমি যে আমার–
এই যে প্রবাসে হৃদি দিয়ে বলিদান

স্মৃতির আলোকমালা
মানসে বিষম জ্বালা–
উজলিছে মূর্ত্তিতব ! কাল অভিজ্ঞান–
করিছে উম্মত্ত চিত্ত
প্রতি পলে বিকম্পিত
প্রাণভূমি, প্রেমস্রোত, নিয়ত দুর্ব্বার ॥
তুমি যে আমার

(৬)

তুমি যে আমার
স্মৃতির মুকুরে নিত্য ভাসিছ নয়নে
প্রিয়ে ! সেই মুখখানি
প্রীতির কৌস্তভ মণি–
সলজ্জ মধুর দৃষ্টি, আনত আননে।
অধরে জড়িত হাস
হীরকে বিজলী ভাস
পুর্ণেন্দু নিন্দিত মূর্ত্তি হৃদয়ে আমার
যেন লাবণ্যের হার ॥

(৭)

তুমি যে আমার
প্রেমের জীবনে পূর্ণ স্বর্গ মন্দাকিনী–
নিত্য হৃদয়ের তরী–
অই মূর্ত্তি লক্ষ্য করি
ভাসিছে সংসার স্রোতে বিশ্ব বিপ্লবিনী–
গরল লহরী চয়
হতেছে হৃদয়ে লয়
তবুও উন্মত্ত মম প্রেম পারাবার ॥
তুমি যে আমার ॥

(৮)

তুমি যে আমার
বৈষয়িক মৃগ তৃষ্ণা মরুর জ্বলনে
শতসিন্ধু উচ্ছ্বসিত–
শত অশ্রু বিগলিত–
নিত্য হৃদয়ের কক্ষে তরঙ্গ প্লাবনে।
বিরাম বিশ্রাম নাই–
হৃদয়ে বিস্মৃতি নাই–
তব প্রেমগীতে মুগ্ধ অনিবার
তুমি যে আমার– ॥

(৯)

তুমি যে আমার–
তাই হাসে নিশিতারাময়ী নিথর অম্বরে
রজত জোৎস্নারাশি
প্রকৃতির মুখ হাসি
এমনই প্রেমনিশি আমার অন্তরে।
আমার সুবর্ণ শশী-
অমল অম্বরে বসি
ভাসিতেছে প্রিয়তমে ! পূর্ণ কলেবরে।
প্রেয়সীরে ! সুধাময় করে ॥

(১০)

তুমি যে আমার
প্রেয়সী আমার আহা ! প্রেয়সী আমার।
জীবন সরসে ফুল্ল স্বর্ণ কুমুদিনী ॥
হৃদয়ের স্তরে স্তরে
জীবন্ত জ্যোৎস্নাক্ষরে

পূর্ণালোকে পূর্ণকেশি আনন্দ দায়িনী–
ভাসিছে মুরতি তব
চারু শশী সমুদ্ভব
প্রেমময় চিত্তে– অভাগা যুবার
তুমি যে আমার ॥

(১১)

তুমি যে আমার–
প্রেমস্মৃতি (প্রাণ যেন পুষ্প পরশন)
অশ্রুসিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া–
মুগ্ধ চিত্ত কান্দাইয়া
খেলিছে হৃদয় চিত্ত করি বিমোহন।
তাই-অশ্রুজলে হায়
কত রত্ন ভেসে যায়
পাব কি হে এ জনমে এ ধন আবার।
তুমি যে আমার

(১২)

তুমি যে আমার–
যায় নিশি, অই নিশি হয়তঃ প্রভাত
কালি এ সংসার রণে
কি হয় না জানি মনে
কি হয় না জানি শিরে শত অস্ত্রাঘাত।
প্রেম উচ্ছ্বসিত প্রাণে
প্রেম মুগ্ধ পূর্ণ তানে
এইবার প্রাণ ভরে ডাকি একবার
প্রেয়সী আমার আহা! –তুমি যে আমার ॥

এ কেমন

সখিরে !
কি দিয়ে বুঝিয়ে বল এ পরাণ রাখিব ?
জ্বলন্ত চিতায় শুয়ে, হৃদয়ে আগুন থুয়ে
বল সখি কি ঔষধি এ পরাণে মাখিব ?
কি দিয়ে বুঝায়ে বল এ পরাণ রাখিব ?
কি দিব প্রবোধ প্রাণে সে কি আর ভুলিবে ?
সেই নয়নের দেখা, বিষম অনল রেখা
বুঝাইতে প্রথমেই সেই কথাটি তুলিবে ?
কি দিব প্রবোধ প্রাণে সে কি আর ভুলিবে ?
ভুলিব না এ কথাটি এ জনমে কখনি ?
পেয়েছি এখন টের, এ প্রতিমা পাষাণের
তবুও ভুলিতে তারে মনে করি যখনি–
কাল কুট হলাহল্ করেছি কণ্ঠের তল
গিলিতে কি উগারিতে প্রাণ যায় তখনি ॥
এ বড় বিষম জ্বালা সখি আর সহে না ?
কেন হায় জেনে শুনে, ও পাষাণ টেনে টুনে
চাপিয়া লইনু বুকে প্রাণ আর রহেনা।
ও পাষাণ বড় ভার, সহিতে পারি না আর ;
ফাঁফর করিল, শ্বাস একটুকু বহে না।
এ বড় বিষম জ্বালা–প্রাণে আর সহে না ॥
বাঁচিব না, লাগিয়াছে প্রাণে যে আঘাত লো,
সে এত নিদয় যদি, তবু কেন নিরবধি,

তারি তরে নিশি দিন হয় অশ্রু পাত্ লো।
সেত আছে যেই সেই, আমি কেন আমি নেই ;
সে আমি যখন দেখ কতই তফাৎ লো–
তবে কেন তার তরে করি অশ্রু পাত্ লো।
তবে কেন তার তরে মিছা মিছি কান্দিব ?
তবে কেন তার তরে, পরাণ পাগল করে ;
আজি হতে এ পরাণ ভাল করে বাঁধিব।
তার পানে বার বার, ছুটিতে দিব না আর,
দু'হাতে চাপিয়ে আট্‌কিয়ে রাখিব।
আজি হতে এ পরাণ ভাল করে বাঁধিব ॥
সে যদি আমার নহে কেন তারে চাহিব ?
যে যাহার প্রিয় আছ, যাক্ সে তাহার কাছে ;
আমি কেন তার লাগি দুঃখ ভাগী হইব ?
কিন্তু ওলো সহচারী, বলিতে ঘৃণায় মরি ;
আমি কি সুখেতে তার কাঁটা হয়ে রহিব ?
তাহা তো হবে না সই, যত দিন বেঁচে রই ;
জ্বলুক পুড়ক প্রাণ অকাতরে সহিব।
নিঠুর তাহার মত আর নাই দুটি লো
সে দিনের কথা গুলি, কেমনে গেছে সে ভুলি
পরাণে লাগিলে দাগ যায় কি তা উঠি লো–
তার ভালবাসা যত, ওই চপলার মত–
এতদিনে বুঝিয়াছি এই মোটামোটি লো।
নিঠুর তাহার মত আর নাই দুটি লো ॥

জনমের মত নয় শ্মশানেতে শুইব।
তবু অকলঙ্ক প্রাণে, মরমের যে যেখানে
লেগেছে উহার দাগ শোনিতে তা ধুইব।
লোহার শাবল দিয়া, খুদিয়া ফেলিব হিয়া
একটু কলঙ্ক নাহি কোন খানে থুইব।
হইলে আগের প্রাণ, থাকিব লো সাবধান ;
ভুলেও উহার ছায়া– কখনি না ছুইব।
জনমের মত নয় শ্মশানেতে শুইব ॥
কি কহিব সেই দিন যদি মনে পড়েলো–
মরম কাঁপিয়া উঠে, বিষবাণ বুকে ফুটে ;
হৃদয় শোণিত যত তোল পাড় করে লো।
সেই সে মহেন্দ্র যোগ, আজি এ শনির ভোগ ;
সেই দিনের সুধাকরে আজি বিষ ঝরেলো।
নিয়ে প্রাণ সে চতুর, এখন গিয়েছে দূর ;
রহিবে এ কথা মনে চিরদিন তরে লো।
অন্তরে বাহিরে তার, সব সখী একাকার ;
নাহি দয়ামায়া লেশ, কঠিন পাথরে লো।
পরাণ আকুল করে যদি মনে পড়ে লো।
না জানিয়া- মরিলাম তারে ভালবাসিয়া
যদি সেই পুনরায়, এ নয়ন ফিরে চায় ;
ছুরিতে তখনি তারে বিঁধিব লো হাসিয়া
প্রাণ পূরা সেই আলো, তবেইত নিবে গেল ;
আর না আঁখির জলে বুক যাবে ভাসিয়া ॥

বদ্ধ হলে আখিদ্বার, সখিলো কেমনে আর
হৃদয়ে ছায়াটি তার পড়িবে লো আসিয়া ॥
না জানিয়া মরিলাম তারে ভালবাসিয়া।
যে দারুণ তুষানলে এ পরাণ দহিছে ?
শুঁকে দেখ পাবে টের, আধ পোড়া পরাণের
প্রত্যেক নিশ্বাসে ওই পোড়া গন্ধ বহিছে।
জনমিয়া পোড়া বুকে, যে কথাটি ফুটে মুখে ;
দেখ সখি তাহাতেও পোড়া দাগ রহিছে।
যে দারুন তুষানলে এ পরাণ দহিছে।
এত যাতনায় কার মুখে কথা সরে লো।
জুড়াতে মনের তাপ, কালীদহে দিনু ঝাঁপ,
কে জানে যে কাল সাপ তাহে বাস করে লো।
যাহার মরম যথা, না করিলে যায় তথা ;
বুঝিনু লোকের কথা এতদিন পরে লো।
যত দূর হতে হয়, পাইনু যাতনাচয়
তবুত এ পোড়া প্রাণ কিছুতে না মরে লো।
কোথাকার এ বালাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই ;
অসুখী কেবল পোড়া পরাণের তরে লো।
এত যাতনায় কার মুখে কথা সরে লো।
যাক্ তার ভালবাসা ক্ষতি নাই তায় লো।
নদীর জলের মত, ভালবাসা কমে কত–
এ হৃদয়ে কেন তার দাগ থেকে যায় লো ॥

কেন ভালবাসি

(১)

কি বলিব প্রিয়তমে ! কেন ভালবাসি ?
তোমার মোহন রূপ উদিলে অন্তরে,
জানিনা কিসের তরে, তোমাকে দেখিলে পরে
আনন্দ লহরী গুলি আসে ভাসি ভাসি ৷৷

(২)

তোমার মোহন রূপ আমার নয়নে
কি যে কি সৌন্দর্য্যচ্ছটা প্রকাশে আপনি
প্রেমের তরঙ্গ সব, হৃদয়ে করিয়ে রব ;
এই যে কেমন করে আসে এ পরাণে ৷৷

(৩)

অমনি তোমায় দেখে প্রাণের ভিতর
নীরব নির্ঝরিনীর সলিল নির্ম্মল–
প্রস্তর দেখিলে পরে, কল্ কল্ শব্দ করে
আনন্দ কে নিল তুলি দেখায় অন্তরে ৷৷

(৪)

তেমতি তোমার প্রিয়ে ! রূপেরচ্ছটায়
হৃদিজাত প্রেম নদী-জন্মিয়া-কেমনে,
তোমাকে পড়িলে মনে, লীলাময়ী তব সনে ;
আনন্দ ফেনিল গুলি উথলিয়া-যায় ৷৷

(৫)

এই যে প্রমত্ত মনে কি জানি কি হয় –
নিবিড় চিন্তায় মগ্ন তবুও কেমনে
অগোচর স্বনে স্বনে, এই বৈজ্ঞানিক মনে
কোথা হতে প্রেম ভাব হয় যে উদয় ৷৷

(৬)

তাহাও জানেনা প্রিয়ে অন্তরে আমার
হৃদয় পরিখা মাঝে করিয়ে আসন
তোমার কঠিন মনে, হেরিলেও চন্দ্রাননে
কেন যে প্রেমের উর্ম্মি উঠে বার বার ৷৷

(৭)

ফুল্লফুল নলিনীর কোমল বদন
রবির জীবন ধন সংসার ভিতরে
উদিয়া আকাশ পরে, কেমন আদর করে
কিরণ হইয়া কেন সে চুম্বন।

(৮)

বসন্ত আসিলে পরে তমাল পিয়ালে
কোথাকার কাল পাখী কি দেখিতে আসে।
কাহারে সে ভালবাসে বাঁধা কার প্রেম পাশে
মধুর পঞ্চমে কেন ডাকে তালে তালে ৷৷

(৯)

রবির হৃদয়ে কাল কোকিলের প্রাণে
ভালবাসা প্রেমচ্ছায়া পড়িল কেমনে।
কেন বা বসন্ত সনে, তমসা নিবিড় বনে
ঢাকিয়া কাল বরণ, ডাকে এক মনে ৷৷

(১০)

কেনবা প্রেয়সী সুখ হেরিতে সত্বরে
লজ্জার মাথাটি খেয়ে গগন প্রাঙ্গনে
উষার শকট করি, অরুণ বলগা ধরি
তপনে লইয়া আসে নলিনীর তরে ॥

(১১)

তাই যে তারকা দল ঝিকি মিকি করে
আনন্দে নবীন মেঘে ধরিছে উদরে।
নাচিছে বিমানে বসে, মুচকি মুচকি হেসে
উগারি কিরণ জাল প্রমোদ অন্তরে ॥

(১২)

প্রেমের সংসারে জন্মি জীবন আমার
নাচিয়া ছুটিয়া আসে করি ঘোর রোল
হৃদয় তরঙ্গ তুলি, সংসারের দুঃখ ভুলি
তাই বুঝি ভালবাসা উঠে বার বার ॥

(১৩)

করিব কবিত্ব এ যে চাই না শুনিতে
কি বলিব লাজ খেয়ে মরেছি মরমে।
এও নয় প্রিয়তমে ! পড়েছি বিষম ভ্রমে
ভালবাসা মিষ্টি কথা বিদিত জগতে ॥

(১৪)

তাই কি তোমায় প্রিয়ে এত ভালবাসি
তাই কি হৃদয়ে শত প্রেমের উদয়।
ও বদন সুধাময়, তৃষিত চাতকচয়
পূর্ণ চন্দ্র ভাবি, পিয়ে মধু হাসি হাসি ॥

(১৫)

কেন ভালবাসি প্রিয়ে জানিনা অন্তরে
কেন যে হৃদয় ভাসে সুখের সাগরে
তোমাকে দেখিলে পরে, সংসারের শূন্য ঘরে
ভালবাসা বিরাজিত দেখি ঘরে ঘরে ॥

(০)

ভাই! নবীন নবীন কতই নবীন
নবীন শিশুর নবীন প্রাণ
কেমন নবীন ফুলের নবীন দলে
নবীন অলির গুণ্ গুণ্ গান।
কেমন নবীন আশা নবীন খাসা
পুরালে না পুরে প্রাণ
এ আশায় আশায় আসা যাওয়া
এ আশার আর নাই ফুরান্।

স মা প্ত